জাতীয় যুব দিবস ২০২৩

০১ নভেম্বর ২০২৩

স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র | সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ কার্তিক ১৪৩০
০১ নভেম্বর ২০২৩

বাণী

'স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। সাহসী, অদম্য, প্রতিশ্রুতিশীল এবং সৃজনশীল যুবসমাজ যে কোনো দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের যুবসমাজ মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামসহ বিভিন্ন সঙ্কট উত্তরণে যুবসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ, যাদের বয়সসীমা ১৮ হতে ৩৫ বছর। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনসহ বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে এ জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে হবে। আমাদের যুবসমাজকে পরিপূর্ণ দক্ষ, আধুনিক ও সচেতন রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তাদের অনেকেই আজ সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এদেশের প্রশিক্ষিত যুবরা বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে এবং দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

কর্মবিমুখতা, কুসংস্কার, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত ও আদর্শ যুবসমাজই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। যুবদের নিজেদেরকে দক্ষ, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, পরমতসহিষ্ণু, উদার ও নৈতিকতাবোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের তেজোদীপ্ত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে – এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর : প্রসঙ্গ কথা
মোঃ আজহারুল ইসলাম খান

যুবরাই দেশের মূল চালিকাশক্তি এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারক ও বাহক। অনতিক্রম্যকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগুনো এবং লক্ষ্যে পৌছানো যৌবনের সহজাত প্রবৃত্তি। যুবরা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও অমিত শক্তির অধিকারী। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এদেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে সূচিত ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, দেশ মাতৃকার অধিকার রক্ষায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়, জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং 'কোভিড-১৯' পরিস্থিতিকালীন স্বেচ্ছাসেবায় এদেশের যুবসমাজ তেজোদীপ্ত ভূমিকা রেখে জাতির মানসপটে চিরজাগরুক হয়ে রয়েছে।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক যুব বলে গণ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত মধ্যম আয়ের দেশ, রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ কে সামনে রেখে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হচ্ছে যুব সমাজের শোভন কর্মসংস্থান (ডিসেন্ট ওয়ার্ক), যুবদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্তকরণ। তাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের যুবসমাজ। তাদের উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচি।

যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি যুব কার্যক্রমে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, জীবন দক্ষতা শিক্ষা ও শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২২ হাজারের অধিক যুবসংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণে যুবসমাবেশ, যুবমেলার আয়োজন, যুববিনিময় কর্মসূচিসহ যৌতুক ও বাল্যবিবাহ রোধ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে যুবদেরকে আদর্শ ও যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন : বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন : জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো : মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৬ জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ ৫০১টি উপজেলা কার্যালয় রয়েছে।

প্রশিক্ষণ : বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ৪২টি, অপ্রাতিষ্ঠানিক ৪১টি ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবতায় যুবদের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক লাগসই প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। যুববান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প' এর আওতায় দক্ষ গাড়িচালক তৈরি, 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)' প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি 'Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)' প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষাধিক যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট)' প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম : কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যুব ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুব ঋণ তহবিল হতে যুবদের (ক) একক ঋণ এবং (খ) পারিবারিক গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৬০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৪০ হাজার টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য় দফায় যথাক্রমে ১২ হাজার, ১৬ হাজার ও ২০ হাজার টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, ৩.৫০ লক্ষ টাকা হারে ৮টি বিভাগীয় জেলায় উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবঋণের সার্ভিস চার্জ ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনআরবিসি ব্যাংক এর সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করেছে।

আত্মকর্মী সৃজন : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব পুরুষ ও যুবনারী তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মী হচ্ছে কিংবা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিচ্ছে। আত্মকর্মী যুবদের মাসিক আয় ৭ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা আরও অধিক অর্থ উপার্জন করছে। আত্মকর্মী যুবদের গৃহীত প্রকল্পে তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি : ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দু'বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৯৬ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যুব ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন : 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' প্রণয়নপূর্বক 'ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান' প্রকাশিত হয়েছে ও 'ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, ২০১৯' প্রণীত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ এবং যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২১ ও যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা, ২০২২ প্রণীত হয়েছে।

অধিকতর কর্মকৌশল : যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে,-(১) প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জী বছরভিত্তিক প্রণয়ন ও অনুসরণ (২) সকল শ্রেণির যুবদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোটা অনুসরণ (৩) ই-প্রশিক্ষণ, দূরশিক্ষণ, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং কোর্স কনটেন্ট, ই-মনিটরিং ও অ্যাটেনডেন্স ট্র্যাকিং (৪) অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া (৫) চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সংগতি রেখে এটুআই এর সহযোগিতায় ক্যাটারিং কোর্স ও ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স চালুর উদ্যোগ (৬) প্রশিক্ষণার্থী, আত্মকর্মী, যুবঋণ গ্রহীতা ও যুব সংগঠকদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন (৭) অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা অর্জন এবং (৮) এ্যাক্রিডিটেশন/স্টান্ডার্ডডাইজেশন অব ট্রেনিং কোর্স।

জাতীয় যুব দিবস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয়

যুবদিবস দেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুব আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবত ৫১৯ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে ১৫ জন সফল যুবকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে। জাতীয় যুব দিবসের অন্যতম অনুষঙ্গ যুব মেলা এক সপ্তাহব্যাপী প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুব উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

যুব সংগঠন নিবন্ধনকরণ ও অনুদান : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং সংগঠসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভূমিকা রেখে চলছে। এ পর্যন্ত ১৮,৪৫৮টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ এর আলোকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৬৪৩৭টি যুবসংগঠনকে নিবন্ধন করা হয়েছে। যুব সংগঠনগুলোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৫৬৮টি যুব সংগঠনকে মোট ৩১ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিয়মানুযায়ী সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪০টি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জাতীয় যুব কাউন্সিল : যুবসমাজের মাঝে নেতৃত্ব ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং যুবদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর : ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেণ্ডা" গৃহীত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টির মধ্যে ১,৩,৪,৮ ও ১১ অভীষ্টগুলোর সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। তন্মধ্যে অভীষ্ট ৮-এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বে নিয়োজিত। সে অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়পূর্বক যুব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যুব কার্যক্রম অগ্রগতির তথ্যকণিকা :

কার্যক্রম	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন	২০০৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৬৯,১১,১১২ জন	৩৮,২৯,৪২৪ জন
প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২৩,৮২,০০০ জন	৮,৪৩,৮৫৮ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন	২,৩৫,৩৪৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন	২,৩২,৯৯৬ জন
ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	২৪১৬৬২.১৪ লক্ষ টাকা	১৫৫২,৬৩.৮২ লক্ষ টাকা
ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,৫০,৮১৯ জন	৫,৫৫,৮৭২ জন
ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা কার্যালয়, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০১টি উপজেলা কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা কার্যালয়, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০১টি উপজেলা কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	৩১৪৪.২৬ লক্ষ টাকা	২৭০১.৫০ লক্ষ টাকা
যুব কল্যাণ তহবিল হতে অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৫,৫৬৮ টি	৮,০০৫ টি
নিবন্ধনকৃত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৬,৪৩৭ টি	৬,৪৩৭ টি
তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮,৪৫৮ টি	১১,৬২০ টি
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৫১৯ জন	২৭৫ জন
উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে আত্তীকরণের সংখ্যা	১০৫৭ জন	১০৫৭ জন
নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৭ জন	২৯৮০ জন
পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৭৫ টি	৩৮৩০ টি
পদোন্নতির সংখ্যা	৬১৩ জন	৫২২ জন

সামগ্রিক তথ্য-চিত্র অনুসারে যুব কার্যক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তথা সরকারের ভূমিকা ও সাফল্য দিনে দিনে ব্যাপকতর হচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে শামিল হবে মর্মে আমরা বিশ্বাস করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান জনবান্ধব সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরবর্তী ধাপে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেখানে যুবসমাজ টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং যার মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি পরিচালিত হবে। উন্নয়ন অভিযাত্রায় আর্থসামাজিক অবস্থার সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হবে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলা এখন আর সাধ্যের অতীত নয়। 'স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' জাতীয় যুব দিবস-২০২৩ এর এই প্রতিপাদ্যটি আমাদের সকলের, সমগ্র জাতির।

লেখক : মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪৩০
০১ নভেম্বর ২০২৩

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে জীবন বাজি রেখে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে লাল-সবুজের একটি নতুন দেশ সৃষ্টি করে এদেশের যুবসমাজ। যুবদেরকে তিনি সংগঠিত করেছিলেন দেশপ্রেমের মহান দীক্ষায়। জাতির পিতা স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ পুনর্গঠনেও যুবসমাজকে কাজে লাগান এবং শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ যুবসমাজ সৃষ্টিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধীচক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের যুবসমাজকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার পথে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। আমাদের সরকার প্রশিক্ষিত যুবদেরকে জামানতবিহীন যুবঋণ দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। যুবদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রবাসেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা 'যুব কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬' প্রণয়ন করেছি। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে 'যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা আইন-২০১৫' ও 'যুব সংগঠন বিধিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। যুবসমাজের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় যুব কাউন্সিল বিধিমালা-২০২১', 'জাতীয় যুবনীতি-২০১৭', 'জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা', 'ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স-২০১৯' 'যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা-২০২২' ও 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। যুবদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব সৃষ্টি, প্রতিভা বিকাশ, ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাভারে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

আমাদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই জনমিতিক সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার-২০১৮ এ যুব সম্পর্কিত অঙ্গীকার 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'কে বিবেচনায় নিয়ে যুবদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্বদানে সক্ষম স্মার্ট যুবসম্পদ তৈরি করতে সারাদেশে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ও বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে। ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, ফ্রিল্যান্সিং থেকে উপার্জিত অর্থ আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট পৌছেছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থানও বেগবান হয়েছে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এ চারটি মূল ভিত্তির উপর ২০৪১ সালের মধ্যে গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ। টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী দেশ হবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

এদেশের অদম্য যুবসমাজ জাতির প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ দেশের যুবদের বুকে অদম্য শক্তির যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে গেছেন, মানুষের জন্য কাজ করার যে প্রেরণা তিনি যুগিয়েছেন, সেই প্রেরণা নিয়ে এদেশের যুবসমাজ মাথা উঁচু করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে- এই আমার প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে যুবসমাজের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাংলার আপামর জনসাধারণসহ যুবসমাজের আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত নির্বাচনি ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল- 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি।' যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি, জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই যুবক ও যুবনারী। মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ও অফুরন্ত শক্তির উৎস এ যুবগোষ্ঠী যুগে যুগে সকল অসাধ্য সাধনের রূপকার। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশজুড়ে লাগসই ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণসহায়তা প্রদানপূর্বক দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে লক্ষ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে গড়ে তোলা হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময়কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরবর্তী ধাপে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেখানে যুবসমাজ যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং যার মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি পরিচালিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' এর প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই জাতির পিতার অনুসৃত পথ ধরে যুবসমাজসহ রাষ্ট্রের সকল জনগণের কল্যাণে কাজ করেছে। আমাদের সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন- পদ্মাসেতু প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস প্রকল্প, উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, আশ্রয়ণ প্রকল্প, পায়রাবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উত্তরণে ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে জেন্ডার সমতা অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশের নাম বাংলাদেশ। যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রণীত জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ এর আলোকে অ্যাকশন প্লান ও ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, যুবসমাজের ক্ষমতায়নের পথকে অবারিত করেছে। প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম সূচিত হয়েছে। সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে সাভার, ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রতিটি উপজেলা ও মেট্রোপলিটন থানায় মোট ৮৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহজ শর্তে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৬৯ লক্ষ ১১ হাজার ১১২ জন যুবক ও যুবনারীকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩ লক্ষ ৮২ হাজার জন যুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৮১৯ জন যুবক ও যুবনারীকে ২ হাজার ৪১৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার যুবঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনআরবিসি ব্যাংক হতে যুবদের জন্য সহজ শর্তে ঋণসহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। যুবসংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। যুবদের দৃষ্টান্তমূলক কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ 'শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড'সহ জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের আলোকিত যুবসমাজের অবদানেই ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। বাস্তবায়িত হবে জাতির পিতার আজীবন স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ'।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি

সভাপতি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাংলাদেশের যুবসমাজের বীরত্বগাঁথা জাতির ইতিহাসকে করেছে আলোকিত, দ্যুতিময়। আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে যুবসম্প্রদায়কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

যুবরাই উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল নিয়ামক এবং অনুঘটক বিধায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অর্জনে যুবসমাজকে ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে। আমাদের যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ব্যাপক পরিসরে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের যুবরাও আজ নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণসহায়তা নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে; গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণসহ গ্লোবালাইজেশনের নিয়ামক নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। পরবর্তী মেয়াদে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে। একইসাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রণীত উন্নয়নের মহাসড়কের মেলবন্ধনরূপে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', 'ভিশন ২০২১', জাতিসংঘের 'এসডিজি-২০৩০' ও 'ভিশন-২০৪১' একইসূত্রে গাঁথা। আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদে আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিসমূহ ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এ প্রেক্ষাপটে যুবসমাজকে তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের রচিত উন্নয়ন সোপানে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা নৈতিক উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশও এ ধারার ব্যতিক্রম নয়। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ জাতি হিসেবে আমাদেরকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে।

যুবসমাজ তাদের স্বর্ণালি অতীতের আলোকে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মদক্ষতা ও প্রাণশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এ প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত ও সচেতনকরণের গৃহীত উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে সুখী, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশের প্রধান চালিকাশক্তি যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের ইতিহাস যুবদের গৌরবময় অবদানে ভাস্বর। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা-আন্দোলন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিহাস আমাদের গর্বিত করে।

পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে যুবসমাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের আওতায় দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুবসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। যুবদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সি যুবদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সহায়ক ও যুববান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের আওতায় দক্ষ গাড়িচালক তৈরি, 'টেকাব' প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি "Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)' প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষাধিক যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে, যুবঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যুবঋণের সার্ভিস চার্জ ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত শত-সহস্র স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম যেমন-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান, মাদকের অপব্যবহার রোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা বিরোধী আন্দোলনসহ সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদবিরোধী সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫১৯ জন সফল যুবক ও যুব নারীকে তাদের দৃষ্টান্তমূলক কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' সূচক ৮.৬.১ এবং ৮.খ.১ এর লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সূচক ৮.৬.১ অনুযায়ী দেশের ১৫-২৪ বছর বয়সসীমার যুব জনগোষ্ঠীর মধ্যে NEET (Not in Education, Employment or Training) জনসংখ্যাকে (ভিত্তিবছর ২০১৬ সালে মোট জনসংখ্যার ২৮.৮৮%) ২০২০ সালের মধ্যে ২১.৮৮%, ২০২৫ সালে ১২% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, রূপকল্প-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর সফল বাস্তবায়ন, সর্বোপরি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। আজকের দুনিয়া তথ্যপ্রযুক্তির নানা আলোয় উদ্ভাসিত। ভিন্নতা যোগ হয়েছে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ধরনে। তাই সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরে ঠেলে যুবসমাজকে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী ইতিহাস ও বাঙালির বর্ণিল ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গৌরবময় পথ আমরা তৈরি করে দিতে চাই। যেখানে থাকবে দেশপ্রেম, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, পারিবারিক শ্রদ্ধাবোধ এবং বন্ধুত্বময় পরিবেশ। মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের যুবরা বিশ্ব জয় করবে ইনশাআল্লাহ।

'স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে সারাদেশ সপ্তাহব্যাপী 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৩' এর বর্ণিল উদ্‌যাপন সার্থক ও সফল হোক, এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মহিউদ্দীন আহমেদ